আইআইআইটি অকেশনাল পেপার সিরিজ

ড. এম উমর চাপরা

মাকাসিদ আল-শরিয়াহর আলোকে উন্নয়ন ইসলামিক মডেল

মাকাসিদ আল-শরিয়াহ'র আলোকে

উন্নয়ন ইসলামিক মডেল

মূল
ড. এম উমর চাপরা

বাংলা অনুবাদ
ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ

সম্পাদনা
আহমদ হোসেন মানিক

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

আইআইআইটি অকেশনাল পেপার সিরিজ প্রসঙ্গে

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (আইআইআইটি) *দ্য ইসলামিক ভিশন অব ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য লাইট অব মাকাসিদ আল-শরিয়াহ* (ইসলামী আইনের উচ্চতর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য)-এর ওপর এ অকেশনাল পেপারটি উপস্থাপন করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। লেখক ড. এম উমর চাপরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে একজন সুপরিচিত বিশেষজ্ঞ এবং স্কলার।

যেহেতু *মাকাসিদ আল-শরিয়াহ* বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় খুব অল্প কাজ পাওয়া গেছে, তাই আইআইআইটি এ গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন ক্ষেত্রটিকে পরিচিত করার জন্য *আল-মাকাসিদের* ওপর একাধিক বইয়ের অনুবাদ ও প্রকাশনা শুরু করার মাধ্যমে শূন্যতা পূরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ পর্যন্ত এর মধ্যে রয়েছে *ইবন আশুর ট্রিটিজ অন মাকাসিদ আল-শরিয়াহ*, আহমদ আল-রাইসুনির *ইমাম আল-শাতিবিস থিওরি অব দ্য হায়ার অবজেকটিভস অ্যান্ড ইনটেন্টস অব ইসলামিক ল*, গামাল এলদিন আত্তিয়ার *টুওয়ার্ডস রিয়েলাইজেশন অব দ্য হায়ার ইনটেন্টস অব ইসলামিক ল : মাকাসিদ আল-শরিয়াহ এ ফাঙ্কশনাল অ্যাপ্রোচ* এবং জাসের আওদার *মাকাসিদ আল-শরিয়াহ অ্যাজ ফিলোসফি অব ইসলামিক ল : এ সিস্টেমস অ্যাপ্রোচ*।

যেহেতু বিষয়টি জটিল ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে চ্যালেঞ্জিং এবং বেশিরভাগ গ্রন্থই শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞ, স্কলার এবং বুদ্ধিজীবীদের জন্য লেখা, তাই আইআইআইটি লন্ডন অফিস সাধারণ পাঠকদের জন্য সহজলভ্য ম্যাটেরিয়ালস সরবরাহ করার লক্ষ্যে অকেশনাল পেপার সিরিজের অংশ হিসেবে অন্য আরো সহজ পরিচিতি নির্দেশিকাও তৈরি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে মুহাম্মদ হাশিম কামালির *মাকাসিদ আল-শরিয়াহ মেইড সিম্পল* এবং জাসুর আওদার *মাকাসিদ আল-শরিয়াহ : এ বিগিনারস গাইড*।

আনাস এস. আল শায়খ-আলি
অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজার, আইআইআইটি, লন্ডন অফিস

সূচি

সূচনা ॥ ৭

শরিয়াহ'র মাকাসিদ (উদ্দেশ্যসমূহ) (চিত্র ১) ॥ ১০

মানুষের প্রবৃত্তিকে *(নাফস)* উদ্দীপ্ত করা (চিত্র ২) ॥ ১২

বিশ্বাস, বুদ্ধি, প্রজন্ম এবং সম্পদ সমৃদ্ধকরণ ॥ ২৭

বিশ্বাস *(দীন)* শক্তিশালী করা (চিত্র ৩) ॥ ২৭

রাষ্ট্রের ভূমিকা ॥ ৩৪

বুদ্ধিমত্তা সমৃদ্ধকরণ *(আকল)* (চিত্র ৪) ॥ ৩৬

ভবিষ্যৎ বংশধারার সমৃদ্ধকরণ *(নাসল)* (চিত্র ৫) ॥ ৪০

সম্পদের উন্নয়ন ও পরিবর্ধন (চিত্র ৬) ॥ ৪৪

উপসংহার ॥ ৪৭

টীকা ॥ ৪৯

গ্রন্থপঞ্জি ॥ ৫৯

সূচনা

ইসলামের সকল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতির কল্যাণ সাধন। এটিই আল্লাহর প্রথম উদ্দেশ্য, যার জন্য তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা.-কে এই বিশ্বে প্রেরণ করা হয়েছিল (আল-কুরআন, ২১:১০৭)।[১] ইসলামের এ উদ্দেশ্য সাধনের অন্যতম মাধ্যম বা উপায় হচ্ছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, আর্থিক সামর্থ্য নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের *ফালাহ* তথা প্রকৃত কল্যাণ অর্জনের চেষ্টা করা।[২] *ফালাহ* শব্দটি কুরআনে ৪০ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে; 'ফালাহ' শব্দের প্রতিশব্দ *ফাউয* কুরআনে ২৯ বার উচ্চারিত হয়েছে। বিশ্বাসীদের দিনে ৫ বার আজানের মাধ্যমে কল্যাণের পথে আহ্বান করে মুয়াজ্জিন মূলত ইসলামের বিশ্বদর্শনের গুরুত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেন।

এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, মানুষের কল্যাণ সাধন বা তার উন্নতি অর্জন– এটি শুধু ইসলামেরই নয়, বরং পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজ-সভ্যতারই উদ্দেশ্য। এটি অবশ্যই সত্য। পৃথিবীর সব সমাজেই মানুষের উন্নয়নের মূল মাপকাঠি হলো মানুষের কল্যাণ কতটুকু নিশ্চিত হয়েছে তা। কিন্তু মানুষের 'উন্নতি' বা 'কল্যাণ' বলতে কী বুঝায় সে প্রশ্নে ইসলাম এবং অন্যান্য সভ্যতা বা মতাদর্শের মাঝে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। এছাড়াও উন্নতি অর্জনে ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পর্কেও ইসলামের সাথে অন্য মতাদর্শের ভিন্নতা লক্ষণীয়। এ পার্থক্যটুকু থাকতো না যদি পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মের কল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বের অর্থব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতো।[৩] বাস্তবতা হচ্ছে কালের বিবর্তনে ধর্মপ্রদত্ত নীতিবোধ থেকে রাষ্ট্র বা সমাজগুলো দূরে সরে গেছে। এছাড়াও ইউরোপে শিল্পবিপ্লব এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানালোকিতকরণ আন্দোলন (Enlightenment Movement) পৃথিবীর সকল দেশ এবং সমাজকে সেকুলার এবং পুঁজিবাদী মানসিকতার দিকে ধাবিত করতে সক্ষম হয়। এরই ফলে উন্নয়ন এবং অর্থব্যবস্থা বিষয়ে

ধর্মীয় নীতিবোধ প্রায়ই উপেক্ষিত হয়েছে। কালক্রমে উন্নয়ন বলতে শুধু অর্থ আর সম্পদের উন্নয়নের বিষয়টিই মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। অবশ্য ইদানীং পৃথিবী জুড়ে ধর্মীয় পণ্ডিত, সমাজবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের মাধ্যমে এ প্রশ্ন আবারো উত্থাপিত হচ্ছে যে, শুধু অর্থ-বিত্তের উন্নয়ন মানেই কি মানুষের উন্নয়ন? মানুষের মন-মনন-আধ্যাত্মিকতা আর ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ছাড়া কি মানুষের কল্যাণ সম্ভব?[৪] তাঁরা জোরালোভাবে গত কয়েক শতকে মানুষের মানবিকতার বিকাশের বিষয়টি পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় উপেক্ষিত হওয়ার কথাটি বলছেন।

গবেষণায় এটিও প্রমাণিত যে, মানুষের আত্মা এবং আত্মিক খোরাক বাদ দিয়ে শুধু পার্থিব সম্পদ এবং সম্ভোগক্ষমতা বৃদ্ধি তার জীবনকে সুখময় করার বদলে যন্ত্রণাই বাড়ায়। গত মহাযুদ্ধের পর বেশ কয়েকটি উন্নত দেশে একদিকে যেমন ব্যাপক আর্থিক উন্নতি এবং গড়পরতা আয় বেড়েছে, অন্যদিকে সমাজের আর সব উন্নয়ন সূচক যথা মূল্যবোধ, পারিবারিক বন্ধন, নবীন-প্রবীণের সুসম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট অবনতি হয়েছে।[৫] মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধির সাথে যে সুখ অর্জিত হয় তা মানুষের কয়েকটি মৌলিক চাহিদা অর্জনের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়; অতঃপর মানুষের সুখ তার আর্থিক সংগতি বৃদ্ধি করেও বাড়ানো সম্ভব নয়। এর চেয়ে বেশি সুখ অর্জন করতে হলে মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার খোরাক যোগাতে হয় যা অর্থ-বিত্ত দিয়ে কেনা যায় না।[৬] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপান অর্থনৈতিকভাবে এক পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে; অথচ সেই দেশে আত্মহত্যার প্রবণতা বিশ্বে সর্বোচ্চ। এখানে বুঝতে হবে এটিই পুঁজিবাদের সীমাবদ্ধতা। অনেক আধুনিক অর্থনীতিবিদও সংকীর্ণ চিন্তাধারায় সীমাবদ্ধ। তারা মানুষের উন্নয়ন বলতে তার অর্থ-বিত্তের উন্নয়নই বুঝেন। যেহেতু আধ্যাত্মিক-মানসিক-আত্মিক উন্নতির বিষয়টি প্রচলিত আর্থিক উন্নতির মাপকাঠি দিয়ে গণনা করা যায় না, সেহেতু এসব বিষয়ের উন্নতি নিয়ে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ আলোচনায় অক্ষম। তাই তারা এসব আলোচনা এড়িয়ে চলেন।

বস্তুগত উন্নতির উর্ধ্বে মানুষের সুখ এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে মানুষের মানসিক শান্তি, আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি। বস্তুত এই বিষয়গুলো কখনো টাকা দিয়ে কেনা যায় না। মানসিক শান্তি এবং আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য অন্য আরো কিছু বিষয়ের প্রয়োজন রয়েছে। এসবের মাঝে আছে ইনসাফ, মানব-ভ্রাতৃত্ব, পরস্পর সহযোগিতা, দরদি সমাজব্যবস্থা

গ্রন্থ পরিচিতি

'মাকাসিদ আল-শরিয়াহর আলোকে উন্নয়ন: ইসলামিক মডেল' গ্রন্থটি দ্য ইসলামিক ভিশন অব ডেভলপমেন্ট ইন দ্য লাইট অব মাকাসিদ আল-শরিয়াহ এর বঙ্গানুবাদ ইসলামী আইনের সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে অথবা অনেক স্কলার ও ফকীহ দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে; যা সমস্ত মানুষের স্বার্থ সুরক্ষা, নিরাপত্তার নিশ্চিয়তা এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করা।

এ গ্রন্থে মানব কল্যাণ ও সমাজের উন্নতির সমস্ত উপাদানের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। যেমন- মানুষের সত্তা (Self), বিশ্বাস (Faith), বুদ্ধিমত্তা (Intellect), বংশধারা (Posterity) এবং সম্পদ (Wealth) এর উন্নয়ন।

শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করা স্বল্প মেয়াদে প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে পারে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে বৈষম্য, পারিবারিক বিচ্ছেদ, কিশোর অপরাধ, অপকর্ম ও সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি করতে পারে। অতএব, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা অবকাঠামোগত উন্নয়নই প্রকৃত উন্নয়ন নয় বরং উপরিউক্ত ৫টি বিষয়ের সমন্বিত উন্নয়নই ইসলামের প্রধান লক্ষ্য।

লেখক পরিচিতি

১৯৩৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সৌদি আরবে জন্ম নেয়া ড. এম উমর চাপরা ছাত্রজীবনে ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। ১৯৫০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৬ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.কম পাশ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান। ১৯৬১ সালে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়, মিনিয়াপোলিস থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও নিষ্ঠাবান ইসলামী স্কলার ড. এম উমর চাপরা ছিলেন জেদ্দাস্থ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (আইআরটিআই)-এর গবেষণা উপদেষ্টা। তিনি রিয়াদস্থ সৌদি অ্যারাবিয়ান মনিটারি এজেন্সি (এসএএমএ) এর সিনিয়র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন এবং দ্য ইউনিভার্সিটি অব কেনটাকী-লেক্সিংটন-এর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকনোমিকস এর সিনিয়র অর্থনীতিবিদ ও পাকিস্তান ডেভেলপমেন্ট রিভিউ- এর সহযোগী সম্পাদক এবং পাকিস্তান সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক রিসার্চ- এ রিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স-এর ওপর আন্তর্জাতিক বহু সম্মেলন ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৬ এবং প্রবন্ধ সংখ্যা শতাধিক। তাঁর অন্যতম গ্রন্থসমূহ হচ্ছে: 'টুয়ার্ডস এ জাস্ট মনিটারি সিস্টেম (১৯৮৫)', 'ইসলাম এন্ড ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট (১৯৮৮)', 'ইসলাম এন্ড দ্য ইকনোমিক চ্যালেঞ্জ (১৯৯২)', 'দ্য ফিউচার অব ইকোনোমিকস: এন ইসলামিক পারসপেকটিভ (২০০০)' এবং 'মুসলিম সিভিলাইজেশন: দ্য কজেজ অব ডিক্লাইন এন্ড দ্য নীড ফর রিফর্ম (২০০৭)'।

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ISBN: 978-984-98129-2-0